দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

58

জনমত

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী স্কুলে বোর্ডের পরীক্ষা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী সমীপে আবেদন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ৩-৩-৯৬ তাং চিঠির মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশী বিদ্যালয়গুলোকে এই মর্মে জানানো হয় যে "শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাঃ ১০/বিবিধ-১৪-১/৯৪ (অংশ-১)/১৩১৫ তারিখ ১২-৮-৯৫-এর স্মারকের ২.২(গ)-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কৃষি শিক্ষা ও গার্হস্থ বিজ্ঞান বিষয়ে বিদেশ কেন্দ্রসমূহে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। এই দুইটি বিষয়ের তত্ত্বীয় অংশের প্রাপ্ত নাম্বার আনুপাতিক হারে পূর্ণ ১০০ (এক শত) নাম্বারে রূপান্তরিত করা হবে।" আমরা সচেতন অভিভাবকরা ও আমাদের পোষ্য পরীক্ষার্থীরা এই সার্কুলারে দারুণভাবে হতাশ ও শঙ্কাগ্রস্থ। কারণ-

(১) একই পরীক্ষায় দেশ ও বিদেশস্থ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি একই ধরনের না হলে তা হবে বৈষম্যমূলক এবং সাধারণভাবে ন্যায় বিচার পরিপন্থী।

(২) দুই বৎসর ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার পর পরীক্ষার ২ সপ্তাহ আগে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করবে এবং তা তাদের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

(৩) এ জাতীয় সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হলে নবম শ্রেণীর শুরুতেই সে সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা দরকার যেমন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই পরিকল্পিতভাবে তা করা হয়েছে। বর্তমান সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী নয়।

(৪) একজন পরীক্ষার্থী তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় একই ধরনের ফলাফল করবে এমন ধারণা সঠিক নয়। তা ছাড়া বাকী সব বিষয়ে এমন কি আলোচ্য বিষয়সমূহেও বাংলাদেশস্থ বিদ্যালয়সমূহে ব্যবহারিক পরীক্ষার সুযোগ দিয়ে বিদেশস্থ বিদ্যালয়সমূহে তা না দেওয়া অসঙ্গত ও বৈষম্যমূলকই নয় এতে করে বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা যথাযথভাবে প্রমাণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

(৫) রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস বিদ্যালয়টি অভিজ্ঞ পেশাজীবী শিক্ষক ও উন্নতমানের শিক্ষার উপকরণ সহযোগে শিক্ষা দান করে আসছে এবং বিগত ১০ বৎসর ধরে সেখানে এজাতীয় পরীক্ষা হচ্ছে।

(৬) যেহেতু বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার নাম্বারই প্রধান মাপকাঠি সেহেতু যদি উপরোক্ত অবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রীরা একই ধরনের পরীক্ষা না হওয়ায় কম নাম্বার পেয়ে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় তবে তা হবে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অন্তরায় এবং জাতীয় মেধা বিকাশের পরিপন্থী।

(৭) বাংলাদেশে বিভিন্নপত্র পত্রিকার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ পরীক্ষার সময়সূচী সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সে ব্যাপারে আমরাও একমত।

এসব বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে আমরা পূর্বের মত ব্যবহারিক পরীক্ষা নেয়ার মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণ ও গত বৎসরের মত পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

ইঞ্জিনিয়ার নূরুল ইসলাম চৌধুরী
ও
ডাঃ মোঃ রহমত উল্লাহ
রিয়াদ, সৌদী আরব।